

# বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি কোচিং **ICON** স্বপ্ন পূরণের সারথি...

তেক্ষণ অফিস: ১১২, সাজেদা ম্যানশন (৩য় তলা), ফার্মগেট, ঢাকা-১২০৫। ফোন: ০২-৯১৪২৭৮৬, ০১৮৪৫-৯৬৯৫০০

Online Batch-2020

সাধারণ জ্ঞান : লেকচার # ০৮

## ভিয়েতনাম

ফরাসিরা ভিয়েতনামকে কম্বোডিয়া ও লাওসের সাথে সংযুক্ত করে ইন্দোচীন ইউনিয়ন বা ফরাসি ইন্দোচীন গঠন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) পর ভিয়েতনামে উপনিবেশ বিরোধীরা সাম্যবাদী দলের নেতৃত্বে ফরাসি শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা (১৯৪৬-১৯৫৪) করে হো চি মিন এর নেতৃত্বে জয়লাভ করে। হো চি মিনের উপাধি হচ্ছে আক্ষেল হো। ১৯৫৪ সালের যুদ্ধ শেষে ভিয়েতনামকে জেনেভা চুক্তির মাধ্যমে  $17^{\circ}$  অক্ষ রেখায় উত্তর ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম নামে দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত করা হয়। দ্বিতীয় ইন্দোচীন যুদ্ধ বা উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় (১৯৫৫-১৯৭৫) সাল পর্যন্ত। ১৯৭৬ সালের ২ জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে দুই ভিয়েতনাম একত্রিত হয়। ভিয়েতনামের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন লিডাক থো যিনি ১৯৭৩ সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেন।

## ফিলিপাইন

- সম্প্রতি যে দেশ আন্তর্জাতিক আদালতের সদস্যপদ হারিয়েছে- ফিলিপাইন
- ফিলিপাইন স্বাধীনতা লাভ করে - ১৯৪৬ সালের ৪ জুলাই (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে)।
- পর্তুগিজ অভিযানী ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান ফিলিপাইন পৌঁছান - ১৬ মার্চ ১৫২১ (তিনি দ্বিপাটি দখল করে স্পেনের দাবি করেন)

- ফিলিপাইন স্বায়ত্ত্বাসন লাভ করে - ২৫ মার্চ ১৯৩৪।
- ফিলিপাইনের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - গোরিয়া ম্যাকাপাগাল অ্যারোইয়া।
- ফিলিপাইনে স্পেনের ঔপনিবেশিক সরকার গঠিত হয় - ১৫৭১ সালে।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইন দখল করে নেয় - ১৮৯৮; স্পেনীয়-মার্কিন যুদ্ধে।
- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একমাত্র দেশ যা উপনিবেশ ছিল - যুক্তরাষ্ট্র।
- ফিলিপাইন-আমেরিকা যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ১৮৯৯-১৯০২।
- ফিলিপাইন দেশটির নাম রাখা হয় - স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপের নাম অনুসারে।
- উল্লেখযোগ্য দ্বীপ - মিন্দানাও (মুসলিম অধুর্যষ্টি), ভিসায়স, লুজোন, কিরু, কুলিন, কোরোন, মিনদোরো, পালাওয়ান, ট্যাবলাস, টিকাও প্রভৃতি।
- ফিলিপাইনের মুসলিম গেরিলা সংগঠন ‘আবু সায়াফ প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯১ সালে।
- মুসলিম সংগঠন মোরো ইসলামী লিবারেশন (MILF) ফ্রন্ট এর প্রতিষ্ঠা - ১৯৭৭ সালে (হাশিম সালামতের নেতৃত্বে (MNLF) থেকে আলাদা হয়ে গঠন করা হয়)।
- প্রেসিডেন্টের বাসভবনের নাম - মালাকানান প্রাসাদ।

## ইন্দোনেশিয়া

- ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে - ১৭ আগস্ট ১৯৪৫ (নেদারল্যান্ডস থেকে)।
- ইন্দোনেশিয়া জাতিসংঘের সদস্য পদ ত্যাগ করেছিল - ২০ জানুয়ারি ১৯৬৫ (পুনরায় যোগদান ১৯৬৫ সালে)।
- বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ার প্রদেশ - ৩৩টি।
- ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট -এর প্রতিষ্ঠাতা - হাসান ডি তিরো।
- আচেহ প্রদেশের স্বাধীনতাকামী সংগঠনের নাম - ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট
- মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে বিরোধপূর্ণ দ্বীপগুলোর নাম - লিজিটান ও সিপাডান।
- বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ দেশ - ইন্দোনেশিয়া।
- ইন্দোনেশিয়া গঠিত - ১৭,৫০৮ টি দ্বীপ নিয়ে।
- ইন্দোনেশিয়ার প্রধান দ্বীপগুলো - সুমাত্রা, বোর্নিও, জাভা, পাপুয়া, সুন্দা, লুম্বক, কোমোডো, বালি, নিয়াস, বান্দা, টোগীয়, আচেহ প্রভৃতি।
- ইন্দোনেশিয়ার যে দ্বীপ পর্যটকদের স্বর্গভূমি হিসেবে খ্যাত - বালি দ্বীপ।

- জনসংখ্যায় বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম দেশ - ইন্দোনেশিয়া।
- ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় বিমান সংস্থার নাম - গারুণ্ডা।
- ইন্দোনেশিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্টের নাম - ড. আহমদ সুকৰ্ণ।
- সরকারি সংবাদ সংস্থার নাম - আনতারা।
- ‘পশ্চিম তিমুর’ এর বর্তমান মর্যাদা - ইন্দোনেশিয়ার একটি অঙ্গরাজ্য।



আহমেদ সুকৰ্ণ

ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকপাল ও ইন্দোনেশিয়ার জাতির পিতা আহমেদ সুকৰ্ণ। ইন্দোনেশিয়া নেদারল্যান্ডস্ থেকে স্বাধীনতা লাভের পর দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট হন আহমেদ সুকৰ্ণ। তাঁর রাজনৈতিক দলের নাম ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় পার্টি। উল্লেখ্য যে, মুসলিম বিশ্বের প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট ইন্দোনেশিয়ার মেঘবতী সুকৰ্ণপুত্রী।

## মিয়ানমার

- বর্তমান রাষ্ট্রীয় নাম - দ্যা রিপাবলিক অব দ্য ইউনিয়ন অব মিয়ানমার
- প্রাচীন নাম - ব্রহ্মদেশ।
- সীমান্তবর্তী দেশ- বাংলাদেশ, চীন, থাইল্যান্ড, ভারত এবং লাওস
- বর্তমান সংবিধান প্রণীত হয়- ২০০৮ সালে।
- মিয়ানমারে যে সালে সামরিক জাত্তা ক্ষমতা দখল করে- ২ মার্চ ১৯৬২।
- ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি প্রতিষ্ঠিত - ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ (প্রতিষ্ঠাতা অংসান সুচি)।
- ২০০৭ সালে মিয়ানমারে বৌদ্ধ ভিক্ষুর আন্দোলন পরিচিত- জাফরানি বিপ্লব।
- গণতন্ত্রের মানসকন্যা বা গণতন্ত্রপত্নী নেত্রী হিসেবে খ্যাত- অংসান সু চি।
- সম্প্রতি যে দেশ সুচির নাগরিকত্ব বাতিল করে- কানাডা।
- মিয়ানমারের জনক - জেনারেল অংসান।
- রোহিঙ্গা মুসলিম শরণার্থীরা অধিবাসী - মিয়ানমারের রাখাইন/আরাকান প্রদেশের।
- পূর্বের রাজধানী ছিলো - ইয়াঙ্গুন (ইয়াঙ্গুন আবার রেঙ্গুন নামেও পরিচিত ছিল)।

 অং সান	<p>মিয়ানমারের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান নেতা ও জাতির পিতা জেনারেল অং সান। জেনারেল অং সান এর কন্যা অং সান সূচির রাজনৈতিক দলের নাম ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি। এ দলটির মাধ্যমেই তিনি বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছেন। কিন্তু সাংবিধানিক জটিলতার কারণে প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। উল্লেখ্য যে, মিয়ানমারের সংবিধান অনুসারে যদি কেউ বিদেশি নাগরিককে বিবাহ করে ও নাগরিকত্ব নেয় তাহলে সে প্রেসিডেন্ট হতে পারবেন না। যেহেতু অং সান সূচি ইংল্যান্ডের নাগরিক মাইকেল এ্যারিসকে বিবাহ করেছিলেন তাই তিনি মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি। বর্তমানে মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট উইন মিন্ট।</p>
 অং সান সূচি	

**রোহিঙ্গা সংকট :** রোহিঙ্গা জাতির বসবাস মিয়ানমারের রাখাইন বা আরাকান প্রদেশে। বৌদ্ধপ্রধান রাষ্ট্র মিয়ানমারে এরাই সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়। মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ডে এরা কালা নামেও পরিচিত। ১৯৪৭ সালে ভারত পাকিস্তান বিভক্তির সময় মিয়ানমারের এই মুসলিমরা “বার্মিজ মুসলিম লীগ” গঠন করে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করে। তখন থেকেই বৌদ্ধপ্রধান মিয়ানমার রাষ্ট্রের সাথে এ মুসলিম রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সম্পর্কের ব্যাপক অবনতি হয়। শেষ পর্যন্ত যখন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর নেতৃত্বাধীন বার্মিজ মুসলিম লীগ পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত হতে ব্যর্থ হয় তখন মিয়ানমারের চোখে তারা রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে বিবেচিত হয় এবং তারা সবসময় রোহিঙ্গাদেরকে বহিরাগত মনে করে থাকে। ১৯৭৮ সালে জেনারেল লে উইন রোহিঙ্গা সমর্থক মুজাহিদ পার্টির দমনের জন্য রাখাইনে রোহিঙ্গা জাতির কিং ড্রাগন অপারেশন পরিচালনা করেন। যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৮ সালেই সর্বপ্রথম রোহিঙ্গা মুসলিমরা সেই নির্যাতন সহ্য না করতে রাখাইন ছেড়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রে পারি দেওয়ার জন্য পায়তারা শুরু করে এবং বাংলাদেশে প্রথম রোহিঙ্গা মুসলিমদের আগমন ঘটে।

এরপর ১৯৯১-৯২ সাল ও ২০১২-১৬ সাল পর্যন্ত রোহিঙ্গাদের উপর নির্যাতন চালানো হয়। বারংবার নির্যাতন আক্রমণ ঠেকাতে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি অংশ আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি নামে একটি সশস্ত্র বিদ্রোহী দল গঠন করে। সংক্ষেপে এই দলটিকে আরসা বলা হয়।

মায়ানমার সরকারের কাছে রোহিঙ্গা নিধনের জন্য এ দল ভূমিকাপ্রস্তর হয়ে উঠলে আরসাকে নিধনের নাম করে পুরো রোহিঙ্গা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর সশন্ত্র সামরিক আক্রমণ করা হয়। ২০১৬ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর সশন্ত্র সামরিক আক্রমণ ও অমানবিক নির্যাতন এবং গণহত্যার ফলে তারা পুনরায় দেশ ত্যাগে বাধ্য হয় এবং একটি বিশাল রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বাংলাদেশে এসে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় ১৫ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা শরণার্থী কক্ষবাজার ও রাঙ্গামাটি জেলায় বসবাস করছে। ২০১৬ সালে রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানের জন্য জাতিসংঘের সাবেক প্রয়াত মহাসচিব কফি আনানকে প্রধান করে একটি কমিশন গঠন করা হয়। সেখানে স্পষ্ট রোহিঙ্গাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন ও গণহত্যার প্রমাণ মিলে।

## পূর্ব তিমুর

পূর্ব তিমুর পর্তুগিজ কলোনি ছিল। পূর্ব তিমুর স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ইন্দোনেশিয়া দেশটির দখল করে নেয়। সেই থেকে দ্বিপটিতে চরম সহিংসতা ও উভেজনা বিরাজ করছিল। দেশটিতে ১৯৯৯ সালে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতার প্রশ্নের গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটে জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। ২০০১ সালে প্রথম সংসদীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে স্বাধীনতাকামী দল ফ্রেটিলিন সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। ২০০২ সালের ২০ মে পূর্ব তিমুর ইন্দোনেশিয়া হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে একবিংশ শতাব্দীর প্রথম স্বাধীন দেশ তথা পৃথিবীর ১৯২তম স্বাধীন দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ২০০২ সালে ১৯১তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে। পূর্ব তিমুরের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতৃত্ব দেন জানানা গুসামাও।

## কম্বোডিয়া

- খেমাররূজরা কম্বোডিয়ার রাজধানী নমপেন দখল করে – ১৯৭৫ সালে।
- আঙ্কারভার্ট মন্দির – কম্বোডিয়ায়।
- স্বাধীন কম্বোডিয়ার প্রথম রাজা – নরোদম সিহানুক।
- খেমাররূজ নেতা পলপটের মৃত্যু হয় – ১৫ এপ্রিল ১৯৯৮।
- খেমাররূজকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় – ৭ জুলাই ১৯৯৮।
- কম্বোডিয়া স্বাধীনতা লাভ করে – ৯ নভেম্বর ১৯৯৩।
- কম্বোডিয়া উপনিবেশ ছিল – ফ্রান্স।

- কম্বোডিয়ায় রাজতন্ত্রের স্থলে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়- ৯ অক্টোবর ১৯৭০।
- কম্বোডিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয় - ১৯৭৫ সালে, বিলুপ্ত ১৯৮৯ সালে।
- রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৯৩ সালে।
- মাওবাদী দল খেমারঞ্জ ক্ষমতায় ছিল - ১৯৭৫- ১৯৭৯।
- কম্বোডিয়ার রাজতন্ত্র বিলোপ করেন - লং নল; ১৯৭০ সালে।

## সিঙ্গাপুর

১৯৬৩ সালের ৩১ আগস্ট সিঙ্গাপুর ব্রিটেনের নিকট হতে স্বাধীনতা লাভ করে। একই বছর ১৬ সেপ্টেম্বর মালয়েশিয়ার সাথে একীভূত হয়। কিন্তু ১৯৬৫ সালের ৯ আগস্ট সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া হতে পৃথক হয়ে সিঙ্গাপুর প্রজাতন্ত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। সিঙ্গাপুরের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ছিলেন লি কুয়ান ইউ। তাঁকে 'সিঙ্গাপুরের স্বাধীনতার জনক' বলা হয়। তিনি ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করেন। তাঁর নেতৃত্বে এক প্রজন্মের মধ্যে দেশটি তৃতীয় বিশ্বের দেশ থেকে প্রথম বিশ্বের দেশে পরিণত হয়। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ "From third world to first"। এশিয়ার নগর রাষ্ট্র বা গার্ডেন সিটি নামে পরিচিত সিঙ্গাপুর। সিঙ্গাপুরের প্রবেশদ্বার বলা হয় চাঞ্চি বিমানবন্দর।

## উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ

**GCC, Gulf Co-operation Council** (উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ) ১৯৮১ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ৬টি উপসাগরীয় দেশ জিসিসি গঠন করে। সদস্য দেশগুলো হচ্ছে-সৌদি আরব, কুয়েত, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত, বাহরাইন ও ওমান। সংস্থাটির লক্ষ্য হচ্ছে উপসাগরীয় আরব দেশসমূহের মধ্যে বর্তমান ঐক্যকে আনুষ্ঠানিকভাবে সুসংহত করা। পরিষদের সদর দপ্তর জেদ্বাতে। অনুমান করা হয় যে ১৯৭৯ সালে ইরানে ইসলামী বিপ্লবের পরে ইসলামী গণজাগরনের ভয়ে ভীত হয়েই এই ছয়টি উপসাগরীয় রাজতন্ত্রমনা দেশ পাশ্চাত্যের বিশেষ করে মার্কিন ইংগিতে জি.সি.সি. গঠন করে। এটি মূলত একটি রাজনৈতিক সংগঠন। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখলকে কেন্দ্র করে উপসাগরীয় যুদ্ধে জি.সি.সি. তেমন কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি অর্থাৎ ইরাকের আগ্রাসনের হাত থেকে কুয়েতকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়। ফলশ্রুতিতে, উপসাগরীয় যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পরিষদ নেতারা একে আরো শক্তিশালী করতে উদ্যত হন। তারা বহিঃশক্তির আগ্রাসন মোকাবেলা করার জন্য একটি নিরাপত্তা বাহিনীও গঠন করতে সম্মত হন।

## সৌদি আরব

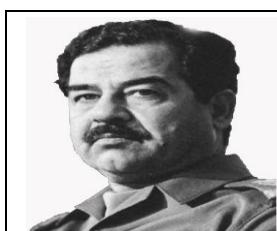
- সংবিধান বর্ণনা- কোনো লিখিত সংবিধান নেই। ইসলামী আইন (শরীয়া) মোতাবেক পরিচালিত।
- পৃথিবীর যেদেশের পতাকায় লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ লেখা আছে সৌদি আরব। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮তে মক্কা ও মদিনার মধ্যকার ১৫০ কি.মি. রেলপথের নাম- হারামাইন রেলপথ।
- হারামাইন রেলপথে চলাচলকারী ট্রেনটির নাম- হারামাইন এক্সপ্রেস।
- সম্প্রতি মসজিদুল হারামে বাদশাহ আব্দুল্লাহর ব্যক্তিগত খরচে বিশ্বের বৃহৎতম যে ছাতা সংযুক্ত করা হয় তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৫৩ মি.।
- মদিনার পূর্বনাম ছিল- ইয়াসরিব।
- সংবাদ সংস্থার নাম - সৌদি প্রেস এজেন্সি।
- আইনসভার নাম - দেশটির কোনো আইনসভা নেই। তবে একটি কনসুলেটিভ কাউন্সিল (Consultative Council) আছে, যার নাম মজলিশ আশ-শূরা। এর সদস্য সংখ্যা ১২০ যাদের সৌদি বাদশা নিয়োগ দেন।
- আরবি ভাষার জাতীয় বা বিখ্যাত কবি - ইমরাল কায়েস।
- মদিনাবাসী ও কুরাইশ গোত্রের মধ্যে হৃদাইবিয়ার সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় - ৬২৮ খ্রিস্টাব্দে।
- হৃদাইবিয়ার সন্ধির লেখক ছিলেন - হযরত আলী (রহ.)।
- মদিনা সনদ বা মদিনা সংবিধান স্বাক্ষরিত হয় - ৬২২ খ্রিস্টাব্দে।
- মদিনা সনদের ধারা ছিল - ৪৭টি।

## ইরান

- ইসলামী প্রজাতন্ত্র গঠিত হয় - ১৯৭৯ সালের ১ এপ্রিল।
- ইসলামী বিপ্লব ঘটে - মোহাম্মদ রেজা পাহলভি পতনের মাধ্যমে।
- ইসলামী বিপ্লবের অগ্রন্তয়ক - আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি।
- বর্তমান বা সর্বশেষ সংবিধান গ্রহীত হয়- ২৪ অক্টোবর ১৯৭৯
- ইরানের পূর্ব নাম ছিল- পারস্য।
- ইরান ও আরব আমিরাতের মধ্যে দুন্দু যে দ্বীপ নিয়ে - আবু মুসা দ্বীপ।

## ইরাক

- রিপাবলিক অব ইরাকের পূর্ব রাষ্ট্রীয় নাম - কিংডম অব ইরাক।
- প্রধান নদীগুলোর নাম - ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস, শাত আল আরব, লিটুর জ্যাব, ডিয়াল প্রভৃতি।
- বাগদাদ স্থাপিত হয় - ৩০ জুলাই ৭৬২।
- বাগদাদ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন - আবুসীয় খলিফা আবু জাফর আল মনসুর।
- ইরাকে রাজতন্ত্রের সময়কাল - ১৯২১- ১৯৫৮।
- ইরাকের প্রথম বাদশাহ - প্রথম ফয়সাল।
- ইরাকে তৃতীয় ও সর্বশেষ বাদশাহ - দ্বিতীয় ফয়সাল।
- ইরাকে রাজতন্ত্রের অবসান হয় - ১৪ জুলাই ১৯৫৮।
- ইরাক কুয়েত দখল করে নিয়েছিল - ২ আগস্ট ১৯৯০।
- প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ সংগঠিত হয় - ২ আগস্ট ১৯৯০-২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯১।
- ইরাক জাতিসংঘের সকল শর্ত মেনে কুয়েত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দেয় - ৫ মার্চ ১৯৯১।
- ‘অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম বা শেইল্ড’- ১৯৯১ সালে বহুজাতিক বাহিনী কর্তৃক ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত হামলা।
- অপারেশন ইরাক ফ্রিডম - ২০০৩ সালে ইঙ্গ মার্কিন হামলার সাংকেতিক নাম।
- ইরাক ও ইরানকে পৃথক করেছে - শাত আল আরব নদী।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে - ২০ মার্চ ২০০৩।
- সাদাম হোসাইন ইরাকের প্রেসিডেন্ট হন - ১৯৭৯-২০০৩ পর্যন্ত।
- সাদাম হোসাইনকে ফাঁসি দেয়া হয় - ৩০ ডিসেম্বর ২০০৬।



সাদাম হোসাইন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা ইরাকে আক্রমণ শুরু করে ২০০৩ সাল থেকে। মারাত্মক জীবাণু রাসায়নিক অস্ত্র রাখার অপরাধে তাঁকে ২০০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ফাঁসি দেয়া হয়। সাদাম হোসাইনের রাজনৈতিক দলের নাম ছিল বার্থ পার্টি।

## আরু গারিব:

আরু গারিব পশ্চিম বাগদাদে অবস্থিত একটি কারাগার। ২০০৩ সালে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক দখলের পর এই কারাগারে ইরাকি মুসলিম বন্দীদের ওপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল দখলদার সেনারা। ওই পাশবিক নির্যাতনের কিছু ছবি গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে বিশ্বব্যাপী নিন্দার ঝড় বয়ে যায়।

## No Fly Zone:

উত্তর ইরাকের কুর্দি অধ্যুষিত একটি এলাকা। যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য ইরাকের কুর্দি জনগণকে ইরাকি বিমানবাহিনীর হামলা থেকে রক্ষার জন্য ১৯৯১-২০০৩ ইরাকি বিমানের এই অঞ্চলে উড়ওয়ন নিষিদ্ধ করেছিল।

## ইরাক-ইরান যুদ্ধ:

শাত ইল-আরব জনপথ, ইরানের খুজেস্তন প্রদেশ নিয়ে ইরাক এবং ইরানের মধ্যে বিবাদ ছিল। ১৩ জুন, ১৯৭৫ সালে শাত-ইল-আরবসহ বিরোধপূর্ণ সকল দ্বিপক্ষীয় সীমান্ত বিরোধ নিরসনকলে ইরাক-ইরানের মধ্যে ঐতিহাসিক আলজিয়ার্স চুক্তি (Algiers Accord) স্বাক্ষরিত হয়। কিন্তু ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৮০ সালে ইরাকি সেনাবাহিনী অতর্কিতভাবে ইরানি ভূখণ্ডে আক্রমণ করলে ইরাক-ইরান যুদ্ধের সূচনা হয়। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় ১৯৮৮ সালে যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে এ যুদ্ধের অবসান হয়।

## Operation Desert Storm (অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম):

১৯৯১ সালে ইরাক আকস্মিকভাবে কুয়েত দখল করে নিলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে হটানোর জন্যে যে সামরিক অভিযান শুরু করে, তারই কোড নাম ছিল অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম বা অপারেশন মরুঝড়। এই অপারেশনের নামে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন কর্তৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও এস বাহিনী কার্যত বহাল রাখা হয়।

## কুর্দি:

কুর্দি মধ্যপ্রাচ্যের একটি নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী। কুর্দিস্তান বলে পরিচিত অঞ্চলে এরা বাস করে। কুর্দিস্তান বলতে তুরস্ক, ইরাক ইরান ও সিরিয়ার কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলকে বোঝায়। ১৯৭০ এর দশকে কুর্দিস্তান এলাকা নিয়ে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য কুর্দিয়া সামরিক সংস্থা ‘কুর্দিস্তান ওয়ার্কাস পার্টি’ (কুর্দি ভাষায় : Partiya Karkeren Kurdistan) সংক্ষেপে PKK গঠন করে।

## তুরক্ষ

- অটোমান সাম্রাজ্যের সময়কাল - ১২৯৯- ১৯২২।
- অটোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সুলতান - প্রথম উসমান (আল গাজী)
- অটোমান সাম্রাজ্যের শেষ সুলতান - ষষ্ঠ মোহাম্মদ
- অটোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল - প্রথম বুরসা, দ্বিতীয় এডরিন এবং তৃতীয় ইস্তাম্বুল।
- তুরক্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়কাল - ১৯১৯- ১৯২২।
- আধুনিক তুরক্ষের জনক - মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক।
- অটোমান বংশের প্রতিষ্ঠাতা- উসমান (তুর্কি গোত্রের নেতা ছিলেন)
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী - মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক
- তুরক্ষের বৃহত্তম শহর - ইস্তাম্বুল।
- ইস্তাম্বুলের পূর্ব নাম- যথাক্রমে বাইজেন্টিয়াম, কনস্টান্টিন, কনস্টান্টিনোপল, কনস্টান্টিপোলিশ, স্ট্র্যুপল, এস্তানবুল ও ইস্তাম্বুল
- ইস্তাম্বুল তুরক্ষের রাজধানী ছিল - ১৪৫৩-১৯২৩ সাল পর্যন্ত।
- ইস্তাম্বুল থেকে রাজধানী স্থানান্তর করা হয় - ১৯২৩ সালে।
- তুরক্ষ প্রাচীন যে সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভূমি - অটোমান সাম্রাজ্য।
- কামাল আতাতুর্ক তুরক্ষের রাজতন্ত্র বাতিল করেন- ১ নভেম্বর ১৯২২।
- ‘গ্রে উলফ’ নামে পরিচিত - কামাল আতাতুর্ক।
- তুরক্ষের এশিয়া ও ইউরোপকে পৃথক করেছে - মর্মর সাগর, বসফরাস প্রণালী এবং দার্দেনেলিস প্রণালী।
- প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র - আনাতোলিয়া।
- ইতিহাস বিখ্যাত ট্রিয় নগরী অবস্থিত - তুরক্ষ।
- উত্তর সাইপ্রাসকে স্বীকৃতিদানকারী একমাত্র দেশ - তুরক্ষ।
- দুটি (এশিয়া ও ইউরোপ) মহাদেশে অবস্থিত - তুরক্ষ।
- বিশ্বের যে নগরী দুই মহাদেশে অবস্থিত - ইস্তাম্বুল (এশিয়া ও ইউরোপ)।
- ইতালি-তুরক্ষের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ১৯১১- ১৯১২।
- আতাতুর্ক উপাধি - মোস্তফা কামাল।
- প্রাচ ও পাশ্চাত্যের মিলনক্ষেত্র- ইস্তাম্বুল নগরী (তুরক্ষ)।
- তুর্কিদের সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে উসমানীদের উত্থান ঘটে - সেলজুক।
- এশিয়া মাইনর বা আনাতোলিয়া হিসেবে পরিচিত - তুরক্ষ।
- আনাতোলিয়া - তুরক্ষের মালভূমি।

## ফিলিস্তিন

- খোদার ভূমি (Land of the Lord) বলা হয় - ফিলিস্তিনকে ।
- ফিলিস্তিন রাষ্ট্রভূমিতে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় - ১৯৪৮ সালে ।
- স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে প্রথম স্বীকৃতি দেয় - আলজেরিয়া (১৯৮৮ সালে) ।
- জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা দেয় - ১৯৯৮ সালে ।
- স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় - ১৯৮৮ সালে ।
- ‘আল আকসা’ মসজিদটি অবস্থিত - জেরুজালেমে ।
- ফিলিস্তিন স্বাধীনতাকামী সংগঠন - PLO ।
- Waling Wall অবস্থিত - ফিলিস্তিন ।



ইয়াসির আরাফাত

ইয়াসির আরাফাত ১৯২৯ সালে মিশরের রাজধানী কায়রোতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০০৪ সালে ক্রান্তের রাজধানী প্যারিসে মৃত্যুবরণ করেন। আল ফাতাহ রাজনৈতিক দলটি প্রতিষ্ঠা করেন ইয়াসির আরাফাত এবং ১৯৬৯ সালে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (PLO) এর চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৯৪ সালে ইয়াসির আরাফাত শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পান।

### আরব-ইসরাইল ৪টি যুদ্ধ

যুদ্ধের নাম	পক্ষসমূহ	ফলাফল
প্রথম যুদ্ধ ১৯৪৮	ইসরাইল-আরব (ফিলিস্তিন)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ফিলিস্তিন নিজ ভূমিতে পরাধীন হয়</li><li>■ ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়</li><li>■ জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের যাত্রা ।</li></ul>
দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৯৫৯)	ইসরাইল-মিশর	<ul style="list-style-type: none"><li>■ ইসরাইল কর্তৃক সিনাই দখল হয়</li><li>■ ইসরাইল কর্তৃক সুয়েজ খাল দখল হয়।</li></ul>
তৃতীয় যুদ্ধ (১৯৬৭)	ইসরাইল-আরব	<ul style="list-style-type: none"><li>■ আল-আকসা মসজিদ অগ্নিদগ্ধ হয়</li><li>■ ওআইসি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ।</li></ul>
চতুর্থ যুদ্ধ (১৯৭৩)	ইসরাইল-লিবিয়া-জর্ডান	<ul style="list-style-type: none"><li>■ আরবরা তেল অস্ত্র ব্যবহার করে</li><li>■ মধ্যপ্রাচ্য তেল অবরোধ করে।</li></ul>

## Organization of Islamic Co-operation (OIC)

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েল যুদ্ধে ইসরায়েল জয়ী হয়ে বিস্তীর্ণ আরব ভূখণ্ড দখল করে নেয়। ইসরায়েল ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট ইসলাম ধর্মের অন্যতম পবিত্র একটি স্থান জেরুজালেমের ‘বায়তুল মোকাদেস’ মসজিদে আগুন লাগিয়ে দেয়। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে ১৯৬৯ সালের ২২-২৫ সেপ্টেম্বর মরক্কোর রাজধানী রাবাতে মুসলিম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের এক শীর্ষ সম্মেলনে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য ‘ইসলামি সম্মেলন সংস্থা’ গঠিত হয়। ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ অনুষ্ঠানিকভাবে ‘ইসলামি সম্মেলন সংস্থা’ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ২৮ জুন ২০১১ OIC-এর নাম অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (Organization of the Islamic Conference) থেকে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কো-অপারেশন (Organisation of Islamic Cooperation) করা হয়। দাপ্তরিক ভাষা ঢটি হচ্ছে- আরবি, ইংরেজি ও ফ্রেঞ্চ। OIC এর বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের নাম ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank- IDB)। মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আব্দুর রহমান ওআইসি'র প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল (মহাসচিব) নিযুক্ত হন। মহাসচিবের মেয়াদকাল ৫ বছর। বিশ্বের মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রসমূহ এ সংস্থার সদস্য। উগান্ডা, ক্যামেরুন, বেনিন, মোজাম্বিক, গায়ানা এবং সুরিনাম মুসলিম প্রধান দেশ না হলেও ওআইসির সদস্য। বর্তমানে সিরিয়ার সদস্যপদ স্থগিত রয়েছে।

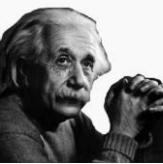
### PLO:

PLO, Palestine Liberation organisation (ফিলিস্তিনি মুক্তি সংস্থা) ১৯৬৩ সালে অনুষ্ঠিত আরবলীগের শীর্ষসম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসরাইল কর্তৃক নির্যাতিত প্যালেষ্টাইনিরা মাত্তুমির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিভিন্ন গেরিলা গ্রুপে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। ১৯৬৪ সালে আরব লীগের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে একুশ করেকটি সংগঠনকে নিয়ে Palestine Liberation Organization বা PLO গঠন করে। PLO এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ফিলিস্তিনের অবিসংবাদিত নেতা ইয়াছির আরাফাত। একই বছর Palestine Liberation Army গঠিত হয়। বর্তমানে প্রতিটি আরব রাষ্ট্র ছাড়াও রাশিয়া, চীন, কিউবা, ভারত, বাংলাদেশ, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সুইজারল্যান্ডসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে PLO এর মিশন বা প্রতিনিধি রয়েছে। PLO প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতার জন্য প্রথম থেকেই ইসরাইলের বিরুদ্ধে সশস্ত্র কার্যকলাপ শুরু করে দেয়।

## ইসরাইল

- ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয় - ১৯৪৮ সালের ১৪ মে ।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে - ১১ মে ১৯৪৯ ।
- বিশ্বের একমাত্র ইহুদি রাষ্ট্র - ইসরাইল ।
- প্রধান শহর - জেরুজালেম, তেলআবিব, হাইফা, হোলন, বীরসেবা ইত্যাদি ।
- ফিলিস্তিনে ইহুদি বসতি প্রতিষ্ঠার জনক- ব্রাউন এডমন্ড রথসচাইল্ড ।
- ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন- ডেভিড বেনগুয়েরিন
- বেলফোর ঘোষণা- ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্থার বেলফোর পার্লামেন্টে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার রূপরেখা দিয়ে ব্রিটিশ ম্যান্ডেট প্রদান করেন, যা ইতিহাসে বেলফোর ঘোষণা নামে পরিচিত ।
- ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম দেশ - যুক্তরাষ্ট্র
- ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম আরব দেশ - মিশর
- ইসরাইলকে স্বীকৃতিদানকারী প্রথম মুসলিম দেশ - তুরস্ক
- প্রথম প্রেসিডেন্ট - চিমু ওয়াইজম্যান ।
- প্রথম প্রধানমন্ত্রী - ডেভিড বেনগুয়েরিন ।
- প্রেসিডেন্টের মেয়াদকাল - ৭ বছর ।
- ইসরাইলের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রীর নাম - গোল্ডামেয়ার ।
- ইসরাইলের আইনসভার নাম - নেসেট ।
- ইহুদিবাদের প্রবঙ্গ - থিওডোর হার্জেল ।
- ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত গোলান মালভূমি - সিরিয়া ।
- ব্রিটেন জেরুজালেমের অধিকার করে - ১৯১৭ সালের ৯ ডিসেম্বর
- জেরুজালেম বর্তমানে যার অধীনে রয়েছে - ইসরাইলের ।
- আরব বিশ্বের যে দুটি দেশের সাথে ইসরাইলের শান্তি চুক্তি রয়েছে - মিশর ও জর্ডান ।
- আরব-ইসরাইলের মধ্যে প্রথম শান্তি চুক্তি হিসেবে খ্যাত - ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ।
- ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির উদ্যোক্তা বা মধ্যস্থতাকারী - জিমি কার্টার ।
- মিশর ও ইসরাইলের মধ্যে ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি সম্পাদিত হয় - ১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৭৮
- ইসরাইল রাষ্ট্রের স্বপুন্দ্রষ্টা - হাঙেরিতে জন্ম নেয়া সাংবাদিক নাট্যকার থিওডোর হার্জেল । ১৮৯৬ সালে তার প্রকাশিত গ্রন্থ 'Dear Judenstatt' (ইহুদি রাষ্ট্র)-এ তিনি এ স্বপ্ন দেখেন ।

- ইসরাইলের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থার নাম - আমান
- ইসরাইলের গোয়েন্দা সংস্থার নাম - মোসাদ
- আরব-ইসরাইলের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় - ৪টি
- ইসরাইল জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে ও পূর্ব বায়তুল মোকাদাস (পূর্ব জেরুজালেম) দখল করে নেয় - ১৯৬৭ সালে।

 <b>আইনস্টাইন</b>	<p>পদার্থ বিজ্ঞান ও আপেক্ষিক তত্ত্বের জনক আইনস্টাইন ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসরাইল রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের প্রস্তাব দিলেও তা প্রত্যাখ্যান করেন। ইহুদি ধর্মাবলম্বী আইনস্টাইন ইহুদিদের প্রতি সহানুভুতিশীল হলেও কটুর ইহুদিবাদী ছিলেন না। ১৯২১ সালে আইনস্টাইন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। আইনস্টাইনের জন্ম জার্মানিতে হলেও মৃত্যুবরণ করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।</p>
---	--

## সিরিয়া

- সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করে - ১৯৪৫ সালে।
- সিরিয়া ও লেবানন উপনিবেশ ছিল - ফ্রান্সের।
- ইসরাইল ও লেবানন বাদে মধ্যপ্রাচ্যের বাকী দেশগুলো ছিল - বৃটিশ উপনিবেশ।
- বিশ্বের প্রাচীন শহর - সিরিয়া।
- গোলান মালভূমি অবস্থিত - সিরিয়ায়।
- তালাগাছের শহর বলা হয় - পালমিরাকে।
- সিরিয়ার দীর্ঘকালীন প্রেসিডেন্ট ছিলেন - হাফিজ আল আসাদ।
- বর্তমান প্রেসিডেন্ট - বাশার আল আসাদ।

  হাফিজ আল আসাদ    বাশার আল আসাদ	<p>১৯৭০ সালে কালেকশন রেভ্যুলেশনের মাধ্যমে হাফিজ আল আসাদ সিরিয়ার ক্ষমতায় আসেন। তিনি একটানা প্রায় ৩০ বছর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ক্ষমতায় ছিলেন। ২০০০ সাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সিরিয়ার ক্ষমতায় রয়েছেন হাফিজ আল আসাদের পুত্র বাশার আল আসাদ।</p>
---	---

## সিরিয়া সংকট

**সিরিয়া যুদ্ধের সার সংক্ষেপ :** ২০১১ সালে আরব বসন্তের অংশ হিসেবে আসাদ সরকারের বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ শুরু হয় সিরিয়ার দক্ষিণের শহর ডেরায়। বাহ্যিক কারণ হিসেবে কর্মসংস্থানের অভাব, দূর্নীতির মতো নানা বিষয় দৃশ্যপটে আবির্ভূত হয়। এই বিক্ষোভকে ‘বিদেশি মদদপুষ্ট সন্ত্রাসবাদ’ আখ্যা দেন প্রেসিডেন্ট আসাদ। বিক্ষোভ দমন করতে সরকারি বাহিনী শক্তি প্রয়োগ করে। এরপর প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের জন্য আন্দোলন শুরু হয় পুরো দেশে। সরকার অভিযান আরও জোরদার করে। বিদ্রোহীরা শুরুতে নিজেদের জীবন রক্ষার্থে অস্ত্রধারণ করে। পরে তারা বিভিন্ন গ্রহণে একত্র হয়ে সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে এবং এভাবে সিরিয়া গৃহযুদ্ধের মুখে পতিত হয়।

**সিরিয়া যুদ্ধের পক্ষগুলো:** এই যুদ্ধের কেন্দ্রে রয়েছে প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ। রাশিয়া ও ইরানের পাশাপাশি তাঁকে সমর্থন দিচ্ছে কয়েকটি শক্তিশালী সশস্ত্র শিয়া জঙ্গী গোষ্ঠী। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশগুলো তাদের ভাষার মধ্যপন্থী বিদ্রোহী গোষ্ঠী যেমন: কুর্দি, জইশ আল-ইসলাম, আহরার আল-শাহ, ওয়াই পিজি, সিরিয়ান ডেমোক্রেটিক ফোর্সেস (এস ডি এফ) প্রভৃতি গ্রুপগুলোকে সমর্থন দিচ্ছে। আর তুরস্ক কৌশলগত ও নিজেদের সার্বভৌমত্বের স্বার্থে কুর্দি ও ওয়াইপিজি এর বিরুদ্ধে রয়েছে। ইসলামিক স্টেটের বিরুদ্ধে আবার কুর্দিরা মার্কিন সেনাদের সাথে এক হয়ে যুদ্ধ করেছে। সিরিয়ার পূর্বাঞ্চল ও ইরাকে একসময় বিশাল জনপদ দখল করে রাখা ইসলামিক স্টেট জঙ্গীদের কাছে কোনো অঞ্চলের কর্তৃত্ব না থাকলেও তারা এখনও বড় ভূমকি। শিয়া মতবাদে বিশ্বাসী ইরানের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করার উদ্দেশ্যে বিদ্রোহী দলগুলোকে অন্ত ও অর্থ যোগান দিচ্ছে সৌদি আরবও। ইরান কর্তৃক জঙ্গীগোষ্ঠী হিজুল্লাহকে অন্ত সহায়তা বন্ধ করতে সিরিয়ার দক্ষিণাঞ্চলসহ বিভিন্ন জায়গায় বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরাইল

## লেবানন

- লেবানন যে দেশের উপনিবেশ ছিল - ফ্রান্স।
- জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে - ২৪ অক্টোবর ১৯৪৫।
- মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ - লেবানন।
- মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র স্থলবিশিষ্ট দেশ - লেবানন।
- লেবানন ও ইসরাইলের মধ্যে বিরোধপূর্ণ নদীর নাম- ওয়াজনি নদী।

## কোরিয়া উপন্ধীপ

১৯১০ সালে জাপান কোরিয়াকে দখল করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে কোরীয় উপন্ধীপ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই প্রশাসনিক অধীনে চলে যায়। দুই কোরিয়াকে  $38^{\circ}$  অক্ষরেখা বরাবর বিভক্ত করে উত্তর কোরিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণে এবং দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। উত্তরে সমাজতন্ত্র ও দক্ষিণে পুঁজিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

### উত্তর কোরিয়া

- উত্তর কোরিয়া ও চীনের বাহিনী সিউল অধিকার করে- ১৯৫১।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোরিয়ার ওপর হস্তক্ষেপ করে- ১৯৫০।
- উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়াকে আক্রমণ করে- ১৯৫০।
- অষ্টম দেশ হিসেবে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায় - ২০০৬।
- জাপান কোরিয়া দখল করে নেয়- ১৯০৫ সালে।
- ইয়ংবিয়ং পরমাণু স্থাপনা- উত্তর কোরিয়ায়।
- NPT থেকে উত্তর কোরিয়া বের হয়ে আসে- ২০০৩।
- যুক্তরাষ্ট্র উত্তর কোরিয়ার ওপর আক্রমণ শুরু করে- ১৯৫০।
- কোরীয় যুদ্ধের সময়কাল - ১৯৫০- ১৯৫৩।
- রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার নাম - কোরিয়ান সেন্ট্রাল নিউজ এজেন্সি (KCNA)।
- দুই কোরিয়াকে বিভক্তকারী অক্ষরেখা -  $38^{\circ}$  অক্ষরেখা।

### দক্ষিণ কোরিয়া

- শান্ত সকালের দেশ হিসেবে পরিচিত - দক্ষিণ কোরিয়া।
- কোরিয়ার শান্তিপ্লানী নামে পরিচিত - পানমুনজ়ম গ্রাম।
- দক্ষিণ কোরিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান - উত্তরে উত্তর কোরিয়া, পূর্বে জাপান সাগর, দক্ষিণে ও দক্ষিণ পূর্বে কোরিয়া প্রণালী, পশ্চিমে পীত সাগর।
- অবিভক্ত কোরিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে - ১ মার্চ ১৯১৯।
- রিপাবলিক অব কোরিয়া (দক্ষিণ কোরিয়া) এর প্রতিষ্ঠা - ১৫ আগস্ট ১৯৪৮।
- অবিভক্ত কোরিয়া দখলে ছিল - জাপানের।
- প্রথম নারী প্রেসিডেন্ট - পার্ক জিউন হাই।
- জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়াকে পৃথক করেছে - কোরিয়া প্রণালী।

- দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী এলাকা বা গ্রামের নাম - পানমুনজম।
- দীর্ঘ ৬ দশক পর দুই কোরিয়ার প্রেসিডেন্টদের সাথে সাক্ষাত হয় সীমান্তবর্তী পানমুনজম গ্রামে - ২০১৮ সালে।

## এশিয়ার অন্যান্য দেশের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

- বিশ্বের প্রচীনতম শহর- দামেঞ্চ, সিরিয়া।
- গোলাম মালভূমি অবস্থিত- সিরিয়ায়।
- বিশ্বের প্রথম মহিলা পধানমন্ত্রীর নাম- শ্রীমাতো বন্দরনায়েকে।
- শ্রীমাতো বন্দর নায়েকে শ্রীলংকার পধানমন্ত্রী হন- ১৬৯০ সালে।
- শ্রীলংকায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়- ১৯৮৩ সালে।
- জাপানের পূর্বনাম- নিপ্পন।
- দক্ষিণ এশিয়ার স্থলবেষ্টিত রাষ্ট্র- আফগানিস্তান, নেপাল ও ভূটান।
- যাযাবর অধ্যুষিত দেশ- মঙ্গোলিয়া।
- এশিয়ার নবীনতম স্বাধীন রাষ্ট্র- পূর্ব তিমুর।
- ‘হিমালয় কণ্যা’ বলা হয় - নেপালকে।
- নেপালের মোট জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে - পর্যটন শিল্পখাত থেকে।
- বজ্র ড্রাগনের দেশ (The Land of the Thunder Dragon) হিসেবে খ্যাত - ভূটান।
- এশিয়ার নগররাষ্ট্র বলা হয় - সিঙ্গাপুরকে।
- এশিয়ার গার্ডেন সিটি বলা হয় - সিঙ্গাপুরকে।
- ব্রিটেনের ক্রাউন কলোনি বলা হয় - সিঙ্গাপুরকে।
- সিঙ্গাপুরের প্রতিষ্ঠাতা - স্যার স্ট্যাম্পফোর্ড ল্যাফেলস।
- ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা - মিন্দানাও।
- তিব্বতের দালাইলামা শাস্তিতে নোবেল পুরস্কার পান - ১৯৮৯ সালে।
- এশিয়ার বাণিজ্যিক রাজধানী বলা হয় - হংকংকে।
- সভ্যতার সুতিকাগার বলা হয় - সিরিয়াকে।
- সভ্যতার চরণক্ষেত্র বলা হয় - মেসোপটেমিয়া।
- হৃদি বিদ্রোহীরা যুদ্ধরত আছে - ইয়েমেনে।
- আরব উপদ্বিপের জনবহুল রাষ্ট্র - ইয়েমেন।
- কম্বোডিয়ার পূর্ব নাম - খেমার প্রজতন্ত্র।
- বিশ্বের মুদ্রার মান সবচেয়ে বেশি - কুয়েতের।
- মাথাপিছু আয়ে বিশ্বের ধনী দেশ - কাতার।

## বিগত প্রশ্ন

- কোন্দেশ এশিয়া এবং ইউরোপ উভয় মহাদেশে অবস্থিত? (ঢাবি খ ১০-১১)  
A. আজারবাইজান B. ইরান  
C. সৌদি আরব D. তুরস্ক
  - টেঁকু আবদুর রহমান কে? (প্রা বি সহকারী শিক্ষক- ০৯)  
A. কাজাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা B. মালয়েশিয়ার প্রতিষ্ঠাতা  
C. লিবিয়ার প্রতিষ্ঠাতা D. সিরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা
  - মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডা. মাহাথির মোহাম্মদ ক্ষমতায় ছিলেন: (২৭ তম বিসিএস, ঢাবি- খ: ০৫-০৬)  
A. ২২ বছর B. ২৫ বছর  
C. ২০ বছর D. ১৫ বছর
  - অংসান সুচি'র রাজনৈতিক দল: (ঢাবি- খ: ৯-১০)  
A. ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক লীগ B. লীগ অব ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিস্‌  
C. ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি D. ন্যাশনাল লীগ অব ডেমোক্রেটিস্‌
  - ফিলিপ্পিনের মাতৃভূমিতে কখন ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়? (২৬তম বিসিএস)  
A. ১৯৪৮ B. ১৯৫০  
C. ১৯৬৭ D. ১৯৭০
  - ইসরাইল রাষ্ট্রে declaration হয় ১৯৪৮ সালে মে মাসের কত তারিখে? (শ্রম মন্ত্রণালয়ের সহকারী পরিচালক- ০৫)  
A. ১০ B. ১২  
C. ১৪ D. ১৫
  - আবু গারিব বলতে কী বুঝায়? (২৫ তম বিসিএস)  
A. একজন বিখ্যাত দার্শনিক B. একজন জাদুকর  
C. একটি জেলখানা D. একজন বৈজ্ঞানিক
  - কারবালা বর্তমানে কোন দেশে অবস্থিত? (ঢাবি- খ: ০২-০৩)  
A. জর্ডান B. সিরিয়া  
C. সৌদি আরব D. ইরাক

- 9.** পশ্চিম তিমুর এর বর্তমান মর্যাদা কী? (২৬তম বিসিএস)
- A. ইন্দোনিশিয়ার অঙ্গরাজ্য      B. একটি স্বাধীন দেশ  
C. অস্ট্রেলিয়ার প্রদেশ      D. কোনটিই নয়
- 10.** আচেহ প্রদেশটি কোন দেশের অংশ? (ঢাবি- ঘ: ০৫-০৬)
- A. মালয়েশিয়া      B. ইন্দোনেশিয়া  
C. থাইল্যান্ড      D. মায়ানমার
- 11.** যে দেশের জাতীয় পতাকা কখনোই অর্ধনমিত করা হয় না: (ঢাবি- খ: ০৪-০৫)
- A. সৌদি আরব      B. আইসল্যান্ড  
C. ত্রিনিয়ান্ড      D. ভ্যাটিক্যান
- 12.** এশিয়ার ‘বজ্রপাতের ভূমি’ হলো-(ঢাবি-২০১৭-১৮)
- A. নেপাল      B. ভূটান  
C. থাইল্যান্ড      D. মায়ানমার
- 13.** যে দেশটি কখনও উপনিবেশ ছিল না-(ঢাবি-২০১৭-১৮)
- A. মিয়ানমার      B. লাওস  
C. থাইল্যান্ড      D. ইন্দোনেশিয়া
- 14.** ইমরংল কায়েস একজন-(ঢাবি-২০১৭-১৮)
- A. চিত্রশিল্পী      B. বিজ্ঞানী  
C. কবি      D. প্রেসিডেন্ট
- 15.** মিয়ানমার কর্তৃক গঠিত রোহিঙ্গা সংক্রান্ত কমিশনের নাম কী? (ঢাবি-১৭-১৮)
- A. নাথান কমিশন      B. চিলকট কমিশন  
C. আনাম কমিশন      D. কোনোটিই নয়
- 16.** হথি কোন দেশের বিদ্রোহী গ্রুপ? (ঢাবি-২০১৭-১৮)
- A. ইয়েমেন      B. সোমালিয়া  
C. নাইজেরিয়া      D. লিবিয়া

**Answer Key:** 1.D 2.B 3.A 4.B 5.A 6.C 7.C 8.D 9.A 10.B 11.A  
12.B 13.C 14.C 15.C 16.A

## ଅନୁଶୀଳନ ପ୍ରଶ୍ନ

- ১১.** কম্বোডিয়া কোন দেশের উপনিবেশ ছিল?

A. ফ্রান্স B. কানাডা  
C. যুক্তরাজ্য D. ইন্দোনেশিয়া

**১২.** ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি রাজনৈতিক দলটি কত সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে?

A. ১৯৮০ B. ১৯৮৮  
C. ১৯৯০ D. ১৯৯১

**১৩.** ফিলিপাইনের মুসলিম অধ্যষিত দ্বীপ কোনটি?

A. আচেহ প্রাদেশ B. কুলিন  
C. সিন্দানাও D. গুজোন

**১৪.** মুসলিম গেরিলা সংগঠন “আরু সায়াফ” প্রতিষ্ঠিত হয়:

A. ১৯৩৪ B. ১৯০২  
C. ১৯৭৭ D. ১৯৯১

**১৫.** মালয়েশিয়া স্বাধীনতা লাভ করে কত সালে?

A. ১৯৫৬ B. ১৯৫৭  
C. ১৯৪৭ D. ১৯৭৭

**১৬.** মালয়েশিয়ায় দীর্ঘমেয়াদী প্রধানমন্ত্রী:

A. মাহাথির মোহাম্মদ B. টেংকু আবদুর রহমান  
C. হাশেম রেজা D. রেজা পাহলভী

**১৭.** তুরস্কের রাজধানী ইস্তাবুলের পূর্ব নাম নয় কোনটি?

A. বাইজেন্টিয়াস B. স্টিম্পল  
C. কনস্টান্টিন শিলং

**১৮.** নিম্নের কোনটি জাপানের দ্বীপ নয়?

A. হনসু B. হোকাইডো  
C. কিউসু D. নিঙ্গান

**১৯.** নিম্নের কোনটি সার্কভুক্ত দেশ নয়?

A. ভারত B. নেপাল  
C. ভুটান D. মায়ানমার

**২০.** দুই কোরিয়ার মধ্যবর্তী গ্রামের নাম-

A. পানমুনজাম B. শান্তিপল্লী  
C. জানমুজং D. মুনজাংইম

--- সমাপ্ত ---